মুসুর ডাল

জাত :- আশা , রঞ্জন , সব্রত , পন্থ .এল - ৪০৬ ।

বীজ বোনার সময় :- অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহে।

বীজের পরিমান :- একক ফসল হিসাবে চাষ করলে ৬-৭ কেজি/কানি।

পায়রা ফসল হিসাবে চাষ করলে ১০-১২ কেজি/কানি।

বীজ শোধন:- ম্যাকোজেবএবং কার্বেনডাজিম ১ অনুপাত ২। ৩ (তিন) গ্রাম প্রতি কেজি শুকনো বীজ বা ৬ ঘন্টা জলে ভিজানোর ২-৩ ঘন্টা পর বীজের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

জীবানু সার প্রয়োগ:- ছায়াতে শুকবো ভিজা বীজের সাথে রাইজোবিয়াম জীবানু সার ভাল ভাবে মাখাতে হবে। জীবানু সার প্রয়োগেরআধ ঘন্টা পর বীজ বোনার জন্য তৈরী হয়ে যাবে। জীবানু সারের পরিমান ২০০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের জন্য ।

জমি তৈরী :- তিন থেকেচার বার ভাল ভাবে চাষ এবং মই দিয়ে মাটি মোটামুটি মাঝারী ঝুরঝুরে জমি তৈরি করুন। আগাছা পরিস্কার করুন।সেচ ও জল নিষ্কাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। পায়রা চাষের জন্য ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে জীবানু সার মিশ্রিত বীজ জমিতে ছিটিয়ে দিতে হবে।

কানি প্রতি সারের পরিমান এবং সার প্রয়োগেরসময় :-

গোবর সার বা খামার পঁচা সার - ৮০০ কেজি,

ইউরিয়া -৭ কেজি,

সুপার ফসফেট -৬০ কেজি,

পটাশ - ১০ কেজি

গোবর সার বা খামার পঁচা সার প্রথম চাষে বাকি সব সার মুল জমি তেরি করার সময় প্রয়োগ করুন ।

অনুখাদ্য প্রয়োগ:- জিঙ্ক সালফেট ২.৫ কেজি প্রতি কানিতে মুল সার প্রয়োগের৫ দিন আগে বা পরে প্রয়োগ করুন । প্রথমবার ২% ইউরিয়ার সাথে ০.৫% মলিবডেট এবং দ্বিতীয়বার ২% ইউরিয়ার সাথে ২% বরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করুন। প্রথম স্প্রে বীজ বোনার ৩০-৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় স্প্রে ফুল আসার আগে অর্থ্যাৎ ৫৫ থেকে৬০ দিন পর দিবেন।

বীজ বপনের দুরত্ব :- সারি থেকেসারি ২০ সেমি, এবং গাছ থেকেগাছের দূরত্ব ৫ সেমিঃ বজায় রাখুন।

অন্তর্বতী পরিচর্যা :- বীজ বপনের ৩০ দিন এবং ৬০ দিনের মাথায় ভাল করে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিস্কার করুন । প্রথম নিড়ানীর সময় গাছ থকে গাছের দুরত্ব ৫ সে.মি বজায় রেখেঅতিরিক্ত চারা তুলে ফেলুন। জমিতে জল জমলে জল নিকাশের ব্যবস্থা করুন ।

জলসেচ ব্যবস্থা :- জমিতে তস না থাকলে হালকা সেচেরব্যবস্থা করুন । প্রথমবার ২৫-৪০ দিনে এবং দ্বিতীয়বার ৬০-৭০ দিনে সেচেরব্যবস্থা করুন । প্রয়োজনেH.C স্প্রেয়ারেরমাধ্যমেও সেচ দেওয়া যেতেপারে।

সময় কাল :- ১০০ - ১১০ দিনের ফসল ।

উৎপাদন :- কানি প্রতি উৎপাদন ১৫০ - ২০০ কেজি।